ই-জার্নাল গবেষণাধর্মী জার্নাল
সাহিত্যসেনা
May : 2026 Sahityasena Journal Volume 01, Issue 10


# ভারতে মাতৃভাষা চর্চার সংকট ও হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ

ড. জীবনকুমার সরকার

আমাদের দেশে বর্তমান হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা কতটা উড্ডীন এবং কী তার কুৎসিত চেহারা, তা ধর্মান্ধ ব্যতীত সকলেই জেনে গেছেন মোটামুটি। ভারতের মাটিতে ধর্ম নিরপেক্ষ বাঙালিরা যখন হিন্দুত্বের উগ্র সাম্প্রদায়িক রূপ দেখে বিব্রত হচ্ছেন, তখন তারা লক্ষ করছেন না যে হিন্দিত্ব আরও কত ভয়ঙ্কর। ভারতে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার এখন হিন্দি ভাষা। সর্বত্র গায়ের জোরে চাপানো হচ্ছে হিন্দি ভাষা। হিন্দি সম্প্রসারণবাদের প্রবক্তারা সবসময় বলে থাকেন– হিন্দি রাষ্ট্র ভাষা, তাই ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বলে কিছু নেই। আছে জাতীয় ভাষা। বর্তমান জাতীয় ভাষা ২২টি। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের এই ২২টি ভাষা সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে কোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রের পক্ষে অধিক গুরুত্ব দেওয়া অসাংবিধানিক। অথচ আমাদের দেশে সেটাই হচ্ছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি, যে কোনো সাইনবোর্ড, চাকরির পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ সবেতেই হিন্দির রমরমা। এর রাজনৈতিক ও ভাষিক আধিপত্যবাদের কৌশলটি জানা দরকার।

অবিভক্ত ভারতে শেষ জনগণনা হয়েছিলো ১৯৩১ সালে। সেখানে যেটা পাওয়া যায় — পশ্চিমি হিন্দিভাষীর সংখ্যা ছিলো ৭.২ কোটি ( এর মধ্যে আবার অনেকেই উর্দুও বলতো) এবং বিহারী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো ২.৮ কোটি। এই দুটি যোগ করলে দাঁড়ায় ৯.৪ কোটি। তখন কিন্তু ১.৪ কোটি রাজস্থানি ছিলো পৃথক। আরও অনেকগুলো ভাষাই ছিলো পৃথক মর্যাদায় আসীন। আর বাঙালির সংখ্যা ছিলো এককভাবেই ৫.৩ কোটি। দেশভাগের ( নামেই দেশভাগ। আসলে ভাগ হয়েছে বিপ্লবী বাংলা আর পাঞ্জাব) পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় হিন্দি, পাঞ্জাবি, বিহারী, উর্দু, রাজস্থানি ইত্যাদি মিলিয়ে হিন্দিভাষীর দেখানো হলো ১৫ কোটি। বাঙালির সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ালো ২.৫ কোটি। আরো সাংঘাতিক ব্যাপার দেখুন — ১৯৬১ সাল থেকে ২০১১ সালের জনগণনায় এসে হিন্দিভাষীদের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০.৩৯ শতাংশ থেকে ৪৩.৬৩ শতাংশে। এমন ঊর্ধ্বগতির কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে ভাষিক আধিপত্যবাদের গোপন ছক।

ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অংশের অনেক ভাষা ও উপভাষাকে হিন্দির দখলে আনা হয়েছিলো। যেমন, ১৯৬১ সালে অওধি, ব্রজভাষা, বাগেলখান্ডি, বুন্দেলখান্ডি, ছত্তইসগঢ়ই, খড়িবলি ইত্যাদি ১০টি স্বতন্ত্র মাতৃভাষাকে হিন্দি বলে চালানো হলো। এইভাবে ভোজপুরি, বানজারা,গাড়োয়ালি, ঘুমাওনি, গোজরি, পাহাড়ি, সদ্রি সহ আরও ৪৮টি আলাদা ভাষাকে ১৯৭১ সালে হিন্দি বলে গ্রহণ করা হলো। হিন্দির অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া এইসব ভাষার বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতরা রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন স্বাধীন ভাষার মর্যাদা চেয়ে। দুঃখের বিষয়, আজও তার কোনো সুরাহা করেনি সরকার। হিন্দির দখলে চলে যাওয়া ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলো ভাষিক অধিকার ফিরে পেলে হিন্দিভাষীর সংখ্যা এইমুহূর্তে ৪৩.৬৩ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। হিন্দিত্ব কতটা ভয়ঙ্কর এইসব তথ্যে বোঝা যায়। এই পরিস্থিতির সঙ্গে আরও একটি বিষয় যুক্ত হবার ফলে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ আরও তরতরিয়ে প্রসারিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে চাকরির সুযোগ-সুবিধা পেতে অ-হিন্দিভাষীরা নিজেদের হিন্দিভাষী পরিচয় দিচ্ছেন। হিন্দু ও হিন্দিত্ববাদীরা উল্লেখ করবেন হয়তো এই

বলে যে, সংবিধানের ৩৫১ নং ধারায় হিন্দি ভাষার সমৃদ্ধির কথা বলা আছে। তারা আবার এটা ভুলে যান যে, সংবিধানে উল্লেখ আছে — অহিন্দি ভাষার রক্ষণা-বেক্ষণের কথা। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। গত দুই দশক ধরে হিন্দি ভাষার যে আস্ফালন দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক — এটা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরও একটি উৎকট সমস্যার কথা বলবো, হিন্দি বলয়ের মধ্যে মানুষের শিক্ষার হার কম এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। যার ফলে অর্থনীতিবিদরা হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলোকে 'বীমারু' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'বীমারু' শব্দের অর্থ হলো জরাগ্রস্ত। ভারতের অন্য সব রাজ্যে শিশু জন্মের হার নিয়ন্ত্রণে এলেও হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলো তা করতে পারেনি। ফলে দিনের পর দিন হিন্দি বলয়ের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং বাড়ছে হিন্দিভাষীর সংখ্যা ও হিন্দিভাষার দাপট। এইভাবে বিপুল সংখ্যক হিন্দিভাষীদের বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য ভাষাগুলো ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। এই উৎকট সংকটের মধ্যে বাংলা ভাষা কোনোরকম করে ৮.২ শতাংশ নিয়ে হিন্দির পরেই দ্বিতীয় স্থানে টিকে আছে। বাঙালিকে আরও নিঃশেষ করার জন্য অনুপ্রবেশের ঢাক পেটানো হচ্ছে। অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি করা এই ঢাকের আওয়াজে বাংলার বাঙালিরা কান দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন। হিন্দিত্ববাদীরা জানেন তাদের সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াভাবে টিকিয়ে রাখতে গেলে বাঙালি আর তামিলভাষীরা বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, বাঙালিদের আছে মাতৃভাষা রক্ষা করার জন্য রক্তদানের মতো সুমহান ঐতিহ্য আর তামিলদের আছে কঠোর প্রতিবাদ ও মাতৃভাষাপ্রেম। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বাংলার বাঙালিরা আর মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন নয়। বাংলার রাজধানী কলকাতায় এখন হিন্দিভাষীদের ভালো দাপট। বাঙালিরাও তাদের সাথে জমিয়ে হিন্দিতে কথা বলে। বাংলার মাটিতে অবস্থিত রেলওয়ে স্টেশন এবং ব্যাংকগুলোতে ঢুকলে আর মনে হয় না এটা বাংলা প্রদেশ। বাংলার বাঙালিদের ঔদাসীন্যেই বাংলায় দিন দিন বেড়ে চলেছে হিন্দিভাষার ব্যাপক প্রভাব। হিন্দির গোলামী করা বাঙালিরা কি আর রক্ষা করবে মাতৃভাষার অধিকার? তাই তামিলরাই আজ ভারতে বড়ো ভরসা হিন্দির ভাষিক আধিপত্যবাদ রুখে দেবার ক্ষেত্রে। এইজন্য ভারতের মানুষ আজ তামিলদের বেশি সমীহ করে। একসময় যা বাঙালিদের করতো। বাঙালি জাতি যেদিন থেকে মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতি বিমুখ হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে।

আরও একটি বাস্তব সমস্যার কথা স্মরণ করা দরকার, হিন্দি বলয়ে বা গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং তার কাছাকাছি এলাকার এক বৃহৎ অংশের মানুষকে হিন্দি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা না জানলেও চলে। আমাদের দেশের আর বিশেষ অঞ্চল ছাড়া অন্য রাজ্যের মানুষদের মূলত ৩টি ভাষা শিখতে হয় — মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং হিন্দি। ৩টি ভাষা জানার পড়েও সর্ব ভারতীয় স্তরে হিন্দিভাষীদের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি কোনো চাকরিতেই অন্য ভাষাভাষীর মানুষেরা পেরে উঠছেন না। এর মূল কারণ ওই ভাষা রাজনীতি। হিন্দিবলয়ের মানুষদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাচ্ছে হিন্দি জানার ফলেই। কারণ, তাদের অঞ্চলগুলোতে অন্য ভাষা না জানলেও চলে। একইভাবে সর্ব ভারতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নপত্র থাকছে একইসঙ্গে ইংরেজি আর হিন্দিতে। একজন পরীক্ষার্থীর যে কোনো একটি ভাষা অবলম্বন করলেই চলে। খুব স্বাভাবিভাবেই হিন্দিভাষীরা তাদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, যা অন্যদের বেলায় হয়ে যাচ্ছে অসুবিধার কারণ। জাতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলোতে সরকারের এই ভাষানীতির ফলে জাতীয় স্তর থেকে পিছিয়ে পড়ছে অন্য ভাষার মানুষ। ধীরে ধীরে ভাষাকে হাতিয়ার করে দেশের সব রাজ্য দখল করে ফেলছে উত্তর ভারতের প্রভুত্ববাদী হিন্দু- হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। একটা সময় ছিলো যখন হিন্দি বলয়ের লোকেরা ইংরেজি অল্প জানার কারণে লজ্জিত হতেন, এখন আর সেটা হয় না। বরং, একমাত্র হিন্দি জানাতেই তারা আত্মশ্লাঘা বোধ করেন।

কারণ, নব্য হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দি ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা করে দিয়েছেন। তাদের চেতনায় এটা ঢোকাতে পেরেছে — হিন্দি রাষ্ট্রভাষা,পবিত্র ভাষা এবং হিন্দুত্ববাদের সর্ব ভারতীয় প্রবক্তারা সবাই হিন্দিভাষী। ফলে নির্ভেজাল হিন্দু হবার লোভে আমাদের রাজ্যের বাঙালিরাও দেখি নিজেরা হিন্দিতে কথা বলে। যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হলো — যারা একবিন্দুও হিন্দি জানে না, তারাও হিন্দির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। 953

হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দুত্ববাদ মিলেমিশে একাকার। বরং এই মুহূর্তে হিন্দুত্ববাদের চেয়ে হিন্দিত্ব বেশি ভয়ঙ্কর। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা উড়িয়ে যেখানে যেখানে ঢুকতে পারছেন না, সেখানে সেখানে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দি ভাষা। ভাষা-সংস্কৃতি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। যেমন: বাংলায় নবজাগরণ, তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় সত্তার আন্দোলন এবং কেরালায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মকে ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে এইসব রাজ্যে হিন্দিভাষাকে প্রসারিত করা হচ্ছে। এই রণনীতিতে হিন্দিত্ব অনেকটা সফল। সতর্ক না হলে আরও সফল হবে। আরও ফসল তুলবে। দুঃখের বিষয় হলো, যারা কঠোর হিন্দুত্ববাদ বিরোধী; ভাষা রাজনীতি বোঝেন না বলে তারাই আবার হিন্দিত্বের পক্ষে। তাই দিল্লি থেকে হিন্দিভাষী সব নেতারা বাংলাকে প্রেম দিতে এসে হিন্দিতে দাপিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। একফোঁটাও বাংলা বলেন না। হিন্দি বলয়ের সব রাজনৈতিক দলই চায় কেন্দ্রে হিন্দিভাষীরা শাসন করবে। এবং ভারতের বহুত্ববাদকে প্রতিদিন ধ্বংস করা হচ্ছে। হিন্দি অঞ্চলের ভারতের প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষকে গোঁড়া হিন্দিপ্রেমীরা এবং হিন্দুত্ববাদীরা ঘিরে ফেলছে। সংবিধান প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশের সুমহান বৈচিত্র আর আঞ্চলিক সভ্যতাকে 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুত্ব'-এর প্রবক্তারা ধ্বংস করে চলেছে। আর বাঙালিদের মাতৃভাষা রক্ষার রক্তদানের ঐতিহ্য থাকতেও নিজেদের ছোটো করে ফেলছে। 1133

ভাষা রাজনীতির এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী? একমাত্র উপায় মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরা। কিন্তু ভারতবঙ্গের শহুরে এলিট বাঙালিরা কি আর এতটা নিচে নামতে প্রস্তুত আছেন? জায়গাটা খুব জটিল। ধনী বাঙালির মনস্তত্ত্ব খুব জটিল। বাংলাভাষা আর তাদের কাছে শ্রদ্ধার নয়। তারা আগে গোপনে বাংলাভাষার বিরোধিতা করতো, এখন সেটা প্রকাশ্যেই করে। দুঃস্থ ও গরিব বাঙালিরা এটা করে না। কারণ, গরিব বাঙালিদের প্রত্যাশা বিস্তৃত নয়। পক্ষান্তরে ধনী বাঙালির প্রত্যাশা সীমাহীন বিস্তৃত। তারা বুঝে গেছে সীমাহীন প্রত্যাশা বাংলাভাষা পূরণ করতে পারবে না। দেশের মধ্যে দরকার হিন্দি আর বিদেশে পারি দিতে দরকার ইংরেজি ভাষা। এই দুই ভাষা তাদের দিতে পারে আর্থিক বল ও অনন্য শক্তি, যা দিয়ে আশপাশের গরিবদের আরও পেছনে ফেলে দেওয়া যাবে। এই উৎকট ধারণাও মাতৃভাষা চর্চার সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সুতরাং, যে বাঙালির যত টাকা, সে বাঙালি তাতো বাংলাভাষা বিরোধী। কলকাতায় এই ছবিটা দিন দিন বাড়ছে। অতি সাম্প্রতিক কালে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর গানের আসরে সরাসরি দর্শক আসন থেকে একজন বলে বসেন চিৎকার করে — আপনি বাংলা গান বাদ দিয়ে হিন্দি গান করুন। কী দুঃসাহস! ভাবা যায়? হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ একদিন কলকাতার বুকে ওই দর্শকের দাবি পূরণ করে দিলে অবাক হবার মতো কিছু থাকবে না। কলকাতার বাঙালিরা তাই চায়। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি এসব কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে! এর শেষ কোথায়? ব্রিটিশ তাড়ানো বাঙালিরা সব গেলো কোথায়?

ভারতের মাতৃভাষাগুলোকে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে প্রতিটি রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমাদের রাজ্য সেদিক থেকে আজও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। আজও সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা গেলো না। সমস্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় চালু করতে পারলো না। রাজ্যের মুখ্যভাষা বাংলাকে আজও সব ধরনের বিদ্যালয়ে অন্তত

একশো নম্বরের একটি বিষয় হিসাবে পঠন-পাঠনে বাধ্যতামূলক করতে পারলো না। ভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলার নানা দপ্তরে চাকরি করতে আসা অবাঙালিরা দাপিয়ে হিন্দি বলে যাচ্ছে বছরের পর বছর এবং কোনো অফিসে হিন্দিভাষী কর্মচারী যদি একজনও থাকেন, তাহলেও সে অফিসে গেলে মনে হয় না তখন বাংলায় অবস্থিত কোনো অফিসে এসেছি। এছাড়াও রাজ্যের সর্বত্র বাড়ছে হিন্দিভাষী রাজনৈতিক নেতাদের দৌরাত্ম্য, যা হিন্দিভাষী রাজ্যে গিয়ে একজন বাঙালিও করতে পারবে না। বলা ভালো, তাকে করতে দেওয়া হবে না। আমাদের রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলোতে দেখুন, পাহাড়ে দেখুন হিন্দিভাষী রাজনৈতিক নেতাদের কী মারাত্মক প্রভাব। মূলত তারাই ওইসব এলাকার রাজনীতির নিয়ন্ত্রা। ফলে এতে বাংলা ভাষার সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। এমনই অবস্থা আজ কলকাতার, যে হিন্দি না জানলে একটি পান-বিড়ি-সিগারেটের ঘুমটি পর্যন্ত চলে না। আগামীদিনের জন্য এটা বিরাট ক্ষতির ইঙ্গিত। রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নজর দিতে হবে বিনা শর্তে।

আমাদের রাজ্যে সারা বছর নানা রঙের নানা বর্ণের সাংস্কৃতিক উৎসব আছে, নানা মেলা আছে। জেলায় জেলায় বইমেলা আছে। এমনকি কলকাতার মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক বইমেলাও আছে। শিল্পমেলা ও বাণিজ্য মেলা আছে। আছে ধর্মীয় উৎসবে টাকা ঢেলে মানুষকে মধ্যে যুগের সুতোয় বেঁধে দেবার চেষ্টা। নেই শুধু বাঙালির মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য এতটুকু প্রয়াস। আমাদের মাতৃভাষা যদি না বাঁচে, তাহলে মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য পড়বে কে? বাঙালির শিল্প-সাহিত্য-বাণিজ্য বহন করবে কারা? আমরা কি সে ধরনের উত্তর প্রজন্ম তৈরি করে যাচ্ছি, যাদের চেতনায় ও মগজে থাকবে মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির জন্য সুসামঞ্জস্য বোধ? অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বঙ্গসংস্কৃতিতে থাবা মেরে বাঙালির মাতৃভাষাবোধ হরণ করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে চলছে হিন্দি ভাষার দানবীয় আগ্রাসন। ওইসব রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষার বাচিকরা হাতপা ছেড়ে দিয়ে হিন্দি ভাষাকে করেছে আলিঙ্গন। তার মধ্যে বাঙালিরা অন্যতম। এবং নিজেদের ভাষা ছেড়ে হিন্দিপ্রেম দেখাতে গিয়ে খুব লাভ কিছু তো হয়ইনি, বরং ক্ষতি হয়েছে অনেক। আসাম প্রদেশের উদাহরণই যথেষ্ট। আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালির উপর চলছে ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিকত্বের ইস্যুতে চরম আগ্রাসন। ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট এনআরসির তালিকা প্রস্তুত করে প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষকে এনআরসি তালিকার বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ১৬ লাখ মানুষই বাঙালি। এছাড়াও আসামের ৬ টি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি হয়ে আছে অনেক বাঙালি। আছে 'ডি ভোটার' -এর নামে বাংলাদেশী অভিযোগ তুলে নির্যাতন, হয়রানি, সর্বস্ব লুট করার চক্রান্ত। এসব দেখেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কী ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চুপ! ভাবা যায় না! সার্বিকভাবে বাঙালিদের মধ্যে এই নিয়ে কোনো আন্দোলন নেই। কোনো আলোড়ন নেই। শুধু আছে বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নিয়ে জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।